হাসিখুসি

বঙ্গের এবং বিহার ও উড়িষ্যার ডিরেক্টরগণ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

হাসিখুসি

২য় ভাগ

যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত
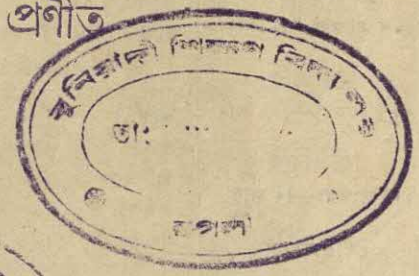
সিটি বুক্ সোসাইটি,
৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৩২শ সংস্করণ] [মূল্য দশ আনা

হাসিখুসি—১ম ভাগ
৫৭শ সংস্করণ—।৶৹ আনা

ছবির বই
২১শ সংস্করণ ।৹ আনা

নূতন ছবি
১৫শ সংস্করণ—।৶৹ আনা

মজার গল্প
২২শ সংস্করণ—।৹ আনা

আষাঢ়ে স্বপ্ন
১৬শ সংস্করণ—।৹ আনা

খেলার সাথী
১৯শ সংস্করণ—।৹ আনা

রাঙা ছবি
২৫শ সংস্করণ—।৶৹ আনা

হিজিবিজি
১০ম সংস্করণ—।৹ আনা

মোহনলাল
২য় সংস্করণ—।৹ আনা

হাসিরাশি
২৭শ সংস্করণ—১৲ টাকা

হাসি ও খেলা
২০শ সংস্করণ—৸৹ আনা

হাসির গল্প
৭ম সংস্করণ—৸৹ আনা

ছবি ও গল্প
১৮শ সংস্করণ—১।৹ আনা

খুকুমণির ছড়া
১২শ সংস্করণ—১।৹ আনা

ছোটদের রামায়ণ
২৬শ সংস্করণ—৸৹ আনা

ছোটদের মহাভারত
২৩শ সংস্করণ—১।৹ টাকা

যোগীন্দ্রবাবুর বইগুলি কিরূপ ?

গল্প-সঞ্চয়

উৎকৃষ্ট গল্প-সংগ্রহের বই ৩৲ টাকা

—:০:—

বনেজঙ্গলে

লোমহর্ষণ-শিকার-কাহিনী (৪র্থ সংস্করণ)—৩৲ টাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :—"বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। যোগীন্দ্রবাবু শিশুদিগের এবং শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"

ভারত-গৌরব আনন্দমোহন বসু :—"Unrivalled in the Bengali language."

সুবিখ্যাত সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু :—"বাঙ্গালা সাহিত্যে অমূল্য বস্তু।"

ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী :—"গ্রন্থকারকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি।"

গান্ধারী	...	।৵	রত্নাকর	...	৶৹
সুভদ্রা	...	।৹	উশীনর	...	৶৹
অভিমন্যু	...	।৹	অন্ধমুনি	...	৶৹
একলব্য	...	৶৹	হাসি খুসি (হিন্দি)		।৶৹
লব-কুশ	...	৶৹	হাসি খুসি (আসামী)		॥৶৹

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় :—"আশা করি, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই বই স্থান পাইবে।"

অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী :—"বাঙ্গালাতে এরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। যোগীন্দ্রবাবু বাঙ্গালার মধ্যে এ ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক। তাঁহার নিকট বাঙ্গালী চিরকাল ঋণী থাকিবে।"

সমালোচক-প্রবর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি :—"এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। যোগীন্দ্রবাবু অধ্যবসায়বলে সাহিত্যের এই নূতন বিভাগে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন।"

জানোয়ারের কাণ্ড

—৩য় সংস্করণ—

বড় বড় জন্তুর বিদ্‌ঘুটে বেয়াড়া কাণ্ড—১॥৹ আনা

—::০::—

ছোটদের চিড়িয়াখানা

—৪র্থ সংস্করণ—

আলীপুরের চিড়িয়াখানা লাগে কোথায়—১॥৹ আনা

ছড়া ও ছবি
৯ম সংস্করণ—।/৹ আনা

ছড়া ও পড়া
৯ম সংস্করণ—॥৶৹ আনা

খেলার গান
৫ম সংস্করণ—।৹ আনা

পশু-পক্ষী
৫ম সংস্করণ—৪৲ টাকা

লঙ্কাকাণ্ড
৫ম সংস্করণ—৸৹ আনা

সীতা
৫ম সংস্করণ—।৹ আনা

দ্রৌপদী
২য় সংস্করণ—।৶৹ আনা

ভীষ্ম
২য় সংস্করণ—।৶৹ আনা

নল-দময়ন্তী
৫ম সংস্করণ—।/৹ আনা

শ্রীবৎস
৫ম সংস্করণ—।/৹ আনা

সাবিত্রী-সত্যবান্
৫ম সংস্করণ—।/৹ আনা

ধ্রুব
৩য় সংস্করণ—।/৹ আনা

প্রহ্লাদ
৩য় সংস্করণ—।৹ আনা

হরিশ্চন্দ্র
৬ষ্ঠ সংস্করণ—।/৹ আনা

শকুন্তলা
৫ম সংস্করণ—।৹ আনা

শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী
উৎকৃষ্ট সংস্করণ—৬।৹ টাকা

প্রত্যেকখানি ডিরেক্টর কর্ত্তৃক অনুমোদিত

য-ফলা ্য উঁচিয়ে লাঠি
হাঁকে মার্ মার্,

র-ফলা ্র আস্‌ছে তেড়ে
বাগিয়ে তলোয়ার!
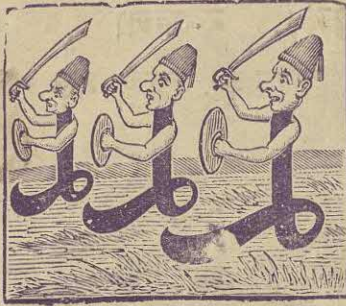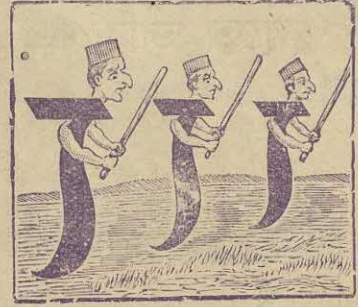
ল-ফলা ্ল ডিগ্‌বাজী খায়
মাটির 'পরে লুটি',

ব-ফলা ্ব নাচ্‌তে এসে
হেসেই কুটি-কুটি!

(মূৰ্দ্ধন্য) ণ-ফলা ্ণ লেজে
দুল্‌তে ভারি দড়,

(দন্ত্য) ন-ফলা ্ন গুলি
ভয়েই জড়-সড় !
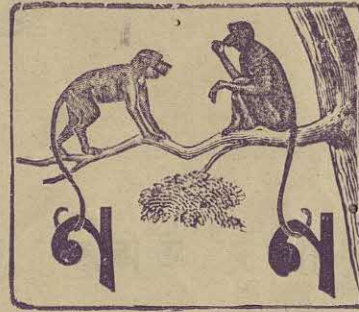
ম-ফলা ্ম জড়িয়ে ধ'রে
নাচ্‌তেছে চাম্‌চিকি,

রেফ্ সেজেছে ঝাঁক্‌ড়া মাথায়
জট্ পাকানো টিকি !

রাজ্য মাঝে মহা ধুম,
বাদ্য বাজে দুমাদুম্;
হাস্য মুখে ছেলে-পিলে
নৃত্য করে সবাই মিলে।

লাবণ্য সুবোধ অতি
পাঠ্যে সদা মন।
আলস্যে করে না কাল
বিফলে যাপন।

কি জন্য এ তলোয়ার
হাতে তবে ধরি,
রাজ্যে যদি অত্যাচার
করে এসে অরি!
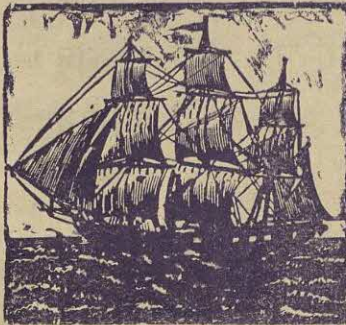
খাদ্য বিনা মরে লোক,
শস্য নাই ঘরে;
জাহাজে উঠিয়া পড়
বাণিজ্যের তরে।

চাঁদের মত চাঁদ

পাগল বুঝি হ'ল এরা চাঁদের শোভা দেখে
উছলে পড়া হাসিটুকু নেবে বুঝি মেখে!
ভাইবোনেতে পেতেছে আজ চারটি চোখের ফাঁদ,
সাধ্যি কি যে বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে যাবে চাঁদ!
যেতে যেতে থেমেছে চাঁদ, হ'ল না আর যাওয়া,
কোথায় পাবে এমনধারা চারটি চোখের চাওয়া!
ভাব্‌ছে এরা, কেমন ক'রে যাবে চাঁদের কাছে,
ভাব্‌তেছে চাঁদ, চাঁদের মত আরো ত চাঁদ আছে!

শীঘ্র চল ছুটে যাই
আশ্রয়ের তরে,
বজ্র পড়ে কড়্ কড়্
প্রাণ কাঁপে ডরে।

আম্র ফল দেখে টুনুর
চোখে নিদ্রা নাই ;
যত তার ঘ্রাণ ছুটে,
তত খাই খাই !

সভ্য হলেন ব্যাঘ্র মশাই
গ্রামের মাঝে এসে,
হত্যা ছেড়ে দিলেন মন
লেখাপড়ায় শেষে।
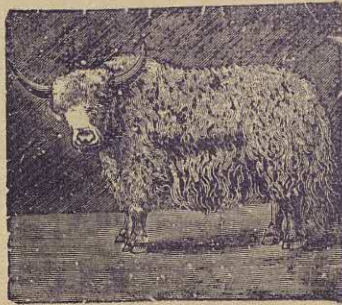
লোমে ভরা চম্‌রী গাই
বক্র দু'টি শিং,
বেত্রের আঘাতে নাচে
তিড়িং—মিড়িং !

ছেলে মেয়ে

পরীর দেশে মনের সুখে থাক্‌ত ছেলে-মেয়ে,
হাসির ছটায় মুখ দু'খানি থাক্‌ত সদা ছেয়ে!
ফুলের মত কচি মুখে তারার মত আঁখি,
খেলার সাথী ছিল তাদের বনের যত পাখী!
সুর মিলায়ে পাখীর তানে ক'র্‌ত তারা গান,
আকুল হ'য়ে উঠ্‌ত হৃদয়, জুড়িয়ে যেত প্রাণ!
বনে বনে ফির্‌ত তারা পাখীর সনে গেয়ে,
পরীর দেশে মনের সুখে থাক্‌ত ছেলে-মেয়ে!

একটু আগে খোকনমণির
মুখটি ছিল ম্লান,
এরই মধ্যে সোনার যাদু
আহ্লাদে আটখান।

দুঃখ ক্লেশ নাহি কিছু
পেচকের মনে,
টপাটপ্ গেলে ব্যাঙ
অম্লান বদনে !

উল্লুক হাসিয়া খুন
ভল্লুকে দেখিয়া,
"এস, দাদা" ব'লে গলা
ধরে জড়াইয়া।

উল্লাসেতে দুই জনে
করে কলরব ;
সবে ভাবে, পশুরাজ্যে
ঘটিল বিপ্লব !

আমার মা

তোমরা কেউ আমার মাকে দেখিয়াছ? মায়ের নাম প্রফুল্ল। এই দেখ, মা আমার কেমন মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। এমন চমৎকার মুখখানি দেখিলে কাহার না আহ্লাদ হয়!

শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ‘বিশে’
হ’ল বিশ্বনাথ ;
কৌচে ব’সে বাতাস খায়
দুলিয়ে লম্বা হাত।
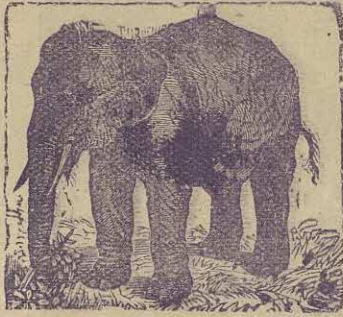
রেগে জ্ব’লে মরে হাতী
জোরে ফেলে শ্বাস,
এখনি আসিবে তেড়ে,
হতেছে বিশ্বাস।

পরিপক্ব বেদানাটি
দেখিতে যেমন,
সু-রসাল দানাগুলি
আস্বাদে তেমন।

কি মধুর ধ্বনি আজ
শুনিবারে পাই ;
কে বাজায় বাঁশী, চল
অন্বেষণে যাই।

কি জ্বালা

জাঁক্ দেখাতে কোথাও বুঝি
জুট্‌ল না ক ঠাঁই ?
থপ্ থপিয়ে ব'স্‌লে এসে
সিঁড়ির উপর তাই।

কট্‌মটিয়ে চেয়ে আছ
জ্বল্‌ছে দুটো তারা
ভাব্‌ছ বুঝি, তোমার ভয়ে
অমনি যাবো মারা !

তৃষ্ণাতে যে ছাতি ফাটে,
যাতনায় মরি,
উষ্ণ জল পাই যদি
তাও পান করি।

কৃষ্ণ, তুমি এস কাল
অপরাহ্ণ বেলা,
মাঠে গিয়ে ক'র্‌বো সুখে
হাডু-ডুডু খেলা।

কি হেতু বিষণ্ণ তুমি
বিপদ্‌-সময় ;
সহিষ্ণু হইলে পরে
নাহি কোন ভয়।
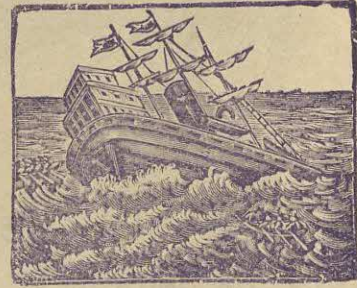
সেজে-গুজে বিষ্ণু বাবু
আসিলেন ধীরে,
উকিলের শাম্‌লা এক
শোভে তাঁর শিরে।

খোকন বাবু

খোকন বাবু, আজ এত বিষণ্ণ কেন? সে হাসি নাই! কচি মুখে সে আধ-আধ কথা নাই! মুখখানি যেন ভার-ভার! কি হ'য়েছে খোকনমণি, ঝি ব'কেছে? কেন, তুমি দুধ খাওনি ব'লে? ঝিএর ত ভারি অন্যায়!

আমার সোনার খোকনকে যে বক্‌বে, আমি তার উপর রাগ ক'র্‌বো। আহা! বাছার আমার ঠোঁট দু'খানি ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। চোখ দুটি একেবারে লাল হ'য়ে উঠেছে। ছিঃ, এমন ক'রে বক্‌তে আছে!

স্নেহলতা মা আমার
মগ্ন আছেন সুখে,
জ্যোৎস্না-রাশি খেলা করে
মায়ের চাঁদ-মুখে !
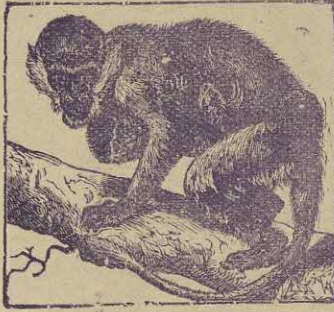
আঁধার ঘরের রত্ন আমার
বুক জুড়ান ধন ;
যত্ন ক'রে তাই ত বুকে
ক'রেছি ধারণ !

ফটকের নিম্ন দিয়া
সোজা যাও চলে,
আহ্নিক করিয়া এস
জাহ্নবীর জলে।
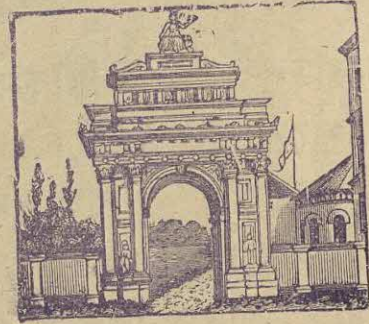
অগ্নি জ্বালি' রান্না কর
কলা'য়ের শুঁটি,
সব অন্ন পড়ে আছে
খাও দু'টি দু'টি।

ঘুমিয়েছিল খোকনমণি
মায়ের কোল ঘেঁসে,
কি যেন এক স্বপ্ন দেখে
উঠ্‌ল ভারি হেসে।
'দোয়াত' আর 'কলমে' যেন
চল্‌ছে হাতাহাতি,
'পেন্‌সিল' সে তেড়ে এসে
'শ্লেট্'কে মারে লাথি।
বেতের 'চেয়ার' লাফিয়ে ওঠে
'টেবেল্' খানার ঘাড়ে,
'লেখার-খাতা' 'প্রথমভাগের'
ঝুঁটি ধ'রে নাড়ে!
পড়ার ঘরে বেধে গেছে
রুষ-জাপানী রণ,
আর কি খোকা থাক্‌তে পারে
ঘুমে অচেতন?
জেগে উঠে ব'স্‌লো খোকা,
স্বপ্ন মনে আসে,
যতই ভাবে ততই বেশী
খল্‌খলিয়ে হাসে।

গ্রীষ্ম বুঝি একেবারে
ভস্ম করে ভাই,
হেন গ্রীষ্ম আর কখনো
জন্মে দেখি নাই।

খোপা ভরা পদ্মফুল
আসিছে রুক্মিণী,
ছদ্মবেশ ধরি' যেন
পরীদের রাণী।

অকস্মাৎ করে খুন
ছোরার আঘাতে,
দুরাত্মারে ধরে দাও
পুলিশের হাতে।

চোখের চাহনি আর
দেখি বাঁকা নাক,
আত্মীয়-স্বজন সবে
বিস্ময়ে অবাক্!

হাসি

হাসি-খুসি মুখ দু'খানি,
সদাই হাসি ভরা ;
ভাইবোনেতে হেসে হেসে
মাতিয়ে তোলে ধরা !

হাসির ছটা, হাসির ঘটা,
উঠ্‌ছে হাসির ঢেউ ;
জন্মে কভু এমন হাসি
দেখে নি কো কেউ !

সর্প রে তোর দর্প দেখে
বেজায় হাসি পায়,
সকল দর্প চূর্ণ হবে
একটি লাঠির ঘায়!
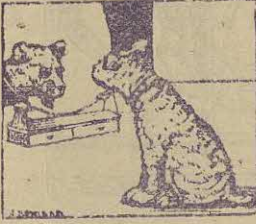
দর্পণে নিজের মুখ
করিয়া দর্শন,
আমাদের 'টেবি' কি বা
হর্ষে নিমগন!

গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা এল,
হর্ষে কোলা ব্যাঙ,
নির্ঝরের তীরে বসি'
গায় গ্যাঙর-গ্যাং!

অপরূপ রূপ এ কি
ধ'রেছে বিসর্গ,
মাথা দু'টি গোলাকার,
গলাখানি দীর্ঘ!

সার্কাসের বাঘ

এটা সার্কাসের বাঘ। সার্কাসে খেলিতে খেলিতে বুড়া হইয়া পড়িল, তবুও ইহার মেজাজ ঠিক হইল না।

বেহারা ইহার ঘর ঝাঁট দিতে আসিয়া আজ বড়ই বিপদে পড়িয়াছিল আর একটু হইলেই তাহার প্রাণ যাইত।

যাহা হউক, বেহারাও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে! তাড়াতাড়ি মালীকে ডাকিল। মালী একটা তুবড়ীতে আগুন ধরাইয়া বাঘের গায়ে ছুড়িতে লাগল। আগুনের ফিন্‌কিগুলা গায়ে লাগে আর বাঘ ভয়ে একেবারে জড়-সড় হইয়া পড়ে। শেষে কাঁপিতে কাঁপিতে সে এক ধারে বসিয়া পড়িল।

শুনিয়াছি, বেহারার প্রতি বাঘটা আর কোন দিনও অত্যাচার করে নাই। যেমন রোগ, তেমনি ঔষধ।

দুই বর্ণের যোগ

ক-বর্গ

ভারি সৌখীন কুক্কুর ;
রক্ত আর মাংস ছাড়া
হয় না ক্ষুধা দূর !

একেবারে চারিদিকে
বাজে শত শঙ্খ ;
শুনে কুক্কুটের আতঙ্ক !

চ-বর্গ
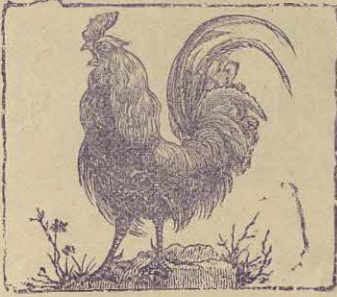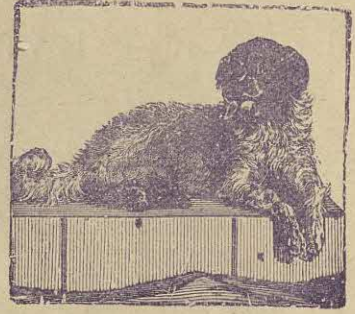
উচ্চে কেন ব'সে ময়ূর
চপ্‌টি করে আছ ?
তুমি পুচ্ছ তুলে নাচ !

এঞ্জিনের গাঢ় ধূমে
পূর্ণ হ'ল ধরা ;
যেন কুজ্ঝটিকা ভরা !

ট-বর্গ

টাট্টু ঘোড়া, টাট্টু ঘোড়া,
পা-খানি তোর হ'ল খোঁড়া
কণ্টকের ঘায়—
এখন হবে কি উপায় ?
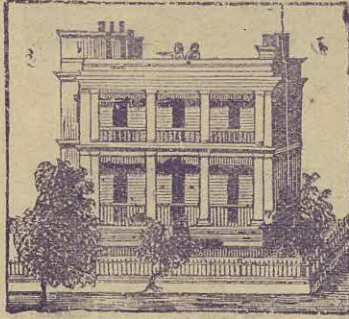
অট্টালিকা আছে দূরে,
পথটা গেছে পাহাড় ঘুরে।

ত-বর্গ

চিন্তা করে সেনাপতি—
দেশের উদ্ধার,
যুদ্ধ বিনা কিসে হবে আর ?
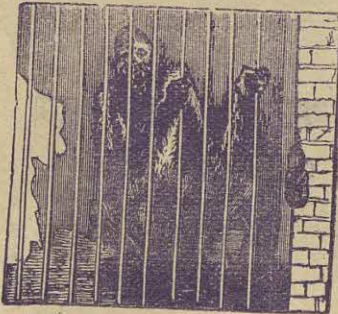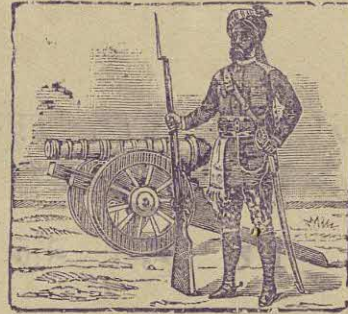
কি বা দন্ত পরিপাটি,
গণ্ডা দশেক মূলা যেন
বদ্ধ আছে আঁটি !

প-বর্গ

দুন্দুভির শব্দ শুনে
জব্দ চরাচর ;
কম্প দিয়ে গায়ে আসে জ্বর !

কুম্ভীরটা বেজায় বেয়াড়া,
তার কাহিনী পড়ে সিংহ
গুম্ফে দিয়া চাড়া !

অন্তঃস্থ বর্ণ

ফাল্গুন মাসে পাল্কী চ'ড়ে
উল্কীপরা কাজি,
জাঁক্-জমকে যাচ্ছে মেলায়
দেখতে ভেল্কিবাজী !
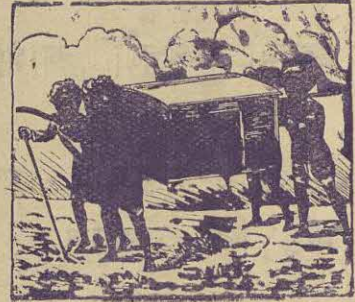
উষ্ম বর্ণ

ক্যাঁ-কোঁ বেহালা বাজে,
ওস্তাদ্‌জী গলা ভাঁজে !

খুনের দায়ে প'ড়্‌লে এবার
হস্তী মহাশয় ;
ফাঁসী-কাষ্ঠে এখন তুমি
ঝুল্‌বে সুনিশ্চয়।

তিনবর্ণের যোগ

ক-বর্গ
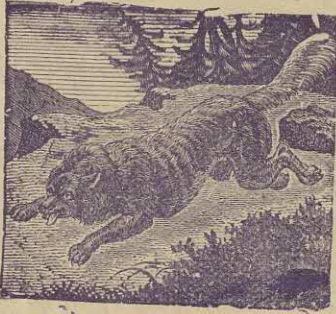
ফুলিয়ে গলা আসছে তেড়ে
নেকৃড়ে কদাকার ;
দন্তপাটি তীক্ষ্ণ অতি,
নখে সূক্ষ্ম ধার।

চ-বর্গ

মা জননী লক্ষ্মী আমার
মুখটি শতদল,
দুইটি আঁখি তারার মত
মরি কি উজ্জ্বল !

ত-বর্গ

গবুচন্দ্র মন্ত্রী ছিলেন
সন্ধ্যাকালে ব'সে ;
হবুচন্দ্র কাণটি ধ'রে
ম'লে দিলেন ক'সে !

প-বর্গ

সম্প্রতি এ রাজ্যে আমি
উড়াইব ধ্বজা,
সম্ভ্রম না করো যদি
দেখাইব মজা।

অন্তঃস্থ বর্ণ

দাঁড়াইয়া ছিল মৃগ
পর্ব্বতের গায়!
সিংহের গর্জ্জন শুনি'
প'ড়ে মূর্চ্ছা যায়।

উষ্ম বর্ণ

বস্ত্র পর, অস্ত্র ধর,
ক'রো না ক দেরী,
ঐ শুন পার্শ্বে তব
বাজে রণ-ভেরী।
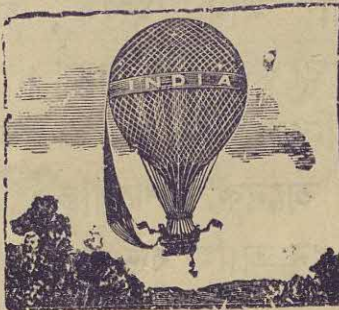
চারিবর্ণের যোগ

বেলুনে চড়িয়া আমি
যাব হেসে হেসে,
ঊর্দ্ধে ঐ রবি শশী
তারকার দেশে।

আমি বড় হয়েছি

এখন আমি বড় হয়েছি !
'আঙ্ক' 'আস্ক' 'ঐক্য' 'বাক্য'
'কুবাক্য' শিখেছি--
এখন আমি বড় হয়েছি !
দুধকে আমি 'দুগ্ধ' বলি,
ঘুমকে বলি 'নিদ্রা,'
ভাইকে ডেকে 'ভ্রাতা' বলি,
হলুদকে 'হরিদ্রা'।

আম জাম পাক্‌লে বলি—
হ'ল 'পরিপক্ক',
মাথার নাম 'মস্তক', আর
বুকের নাম 'বক্ষ'।
এম্‌নিধারা বড় কথা
অনেক শিখেছি ;
এখন আমি বড় হয়েছি।

—০—

পড় দেখি

১। কি দেখিবে ব'লে খোকা যায় আলিপুর ?

২। কোন্ পাখী খোকনের ফেরে আশ-পাশ ?

৩। কোন্ ফল ভালবাসে আমার গোপাল ?
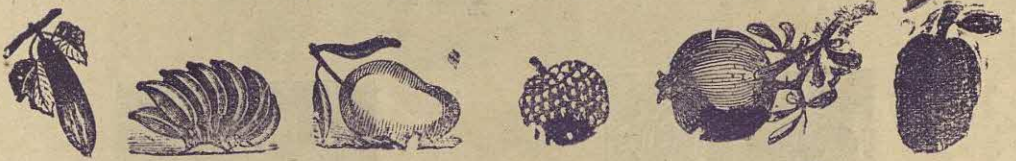
৪। কোন্ ফুল পেলে যাদু হয় বড় সুখী ?

৫। কোন্ অস্ত্রে খোকনের শত্রু ছারখার ?

৬। কি রেখেছে যাদুধন ঘরে সারি সারি ?

১। সিংহ, বাঘ, হাতী, সাপ, ভালুক, ইঁদুর।
২। ময়না, তিতির, কাক, ঘুঘু, রাজহাঁস।
৩। শশা, কলা, আম, আতা, ডালিম, কাঁঠাল।
৪। কদম, গোলাপ, পদ্ম, চাঁপা, সূর্য্যমুখী।
৫। কামান, বন্দুক, ছোরা, ঢাল, তলোয়ার।
৬। টেবিল, চেয়ার, ঘড়ি, সিন্দুক, আলমারী।

ছয় ঋতু

গ্রীষ্ম যখন উঠে মেতে,
আগুন ছুটে দিনে রেতে।

হেমন্ত সে মহা বাবু,
সর্দ্দি লেগে সদাই কাবু।

বর্ষা এসে ঘুচায় তাপ,
বৃষ্টি পড়ে ঝুপ-ঝাপ।

শীত যেন গো দিদিমা,
ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপে গা।

শরৎ-রাণী ফুল্ল মুখ,
মেঘের ডাকে কাঁপে বুক।

বসন্ত সে ফুলের রাণী,
টুক্‌টুকে তার ঠোঁট দু'খানি।

বার মাস

বৈশাখ মাসে পুষেছিনু একটি শালিখ-ছানা,
জ্যৈষ্ঠ মাসে উঠ্‌ল তাহার ছোট্ট দু'টি ডানা।
আষাঢ় মাসে বাড়্‌ল ক্রমে গায়ের পালকগুলি,
শ্রাবণ মাসে ফুট্‌ল মুখে দুই চারিটা বুলি।
ভাদ্র মাসে ঘুমুর কিনে দিলাম তাহার পায়,
আশ্বিন মাসে নাইয়ে দিলাম হলুদ দিয়ে গায়।
কার্ত্তিক মাসে শিখল পাখী দাঁড়ের 'পরে দোলা,
অগ্রহায়ণ মাসে একেবারে হ'ল সে হরবোলা।
পৌষ মাসে থাকৃত খোলা খাঁচার দু'টি দ্বার,
মাঘ মাসে খেল্‌তে যেত ইচ্ছা যথা তার।
ফাল্গুন মাসে দুষ্টবুদ্ধি জাগ্‌ল তাহার মনে,
চৈত্র মাসে ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গেল বনে।

সাত বার

সোম আর মঙ্গলবার
নুটু বাবুর মুখ্‌টি ভার।
বুধ আর বৃহস্পতি,
নুটু বাবু ক্ষুণ্ণ অতি।
এলে পরে শুক্র, শনি
ক্রমে খুসি নুটুমণি।
যখন আসে রবিবার,
মুখে হাসি ধরে না আর।

দশটি ছেলে

হারাধনের সেই যে ছেলে
গিয়েছিল বনে;
সাপে-খাওয়া ভা'য়ের দেখা
পেলে ওঝার সনে!

হারাধনের দুইটি ছেলে
বেড়ায় হেসে খেলে;
মাছের পেটে পায় মেছুনি
মাছে-গেলা ছেলে!
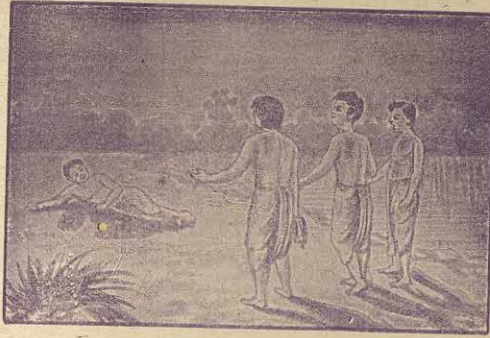
হারাধনের তিনটি ছেলে
ওষুধ নিয়ে আসে;
আছাড়্-খেয়ে-মরা ছেলে
চক্ষু মেলে হাসে।

হারাধনের চারটি ছেলে
বাঘ-শিকারে যায়;
বাঘে-খাওয়া ভাইকে তারা
বাঘের পেটে পায়!
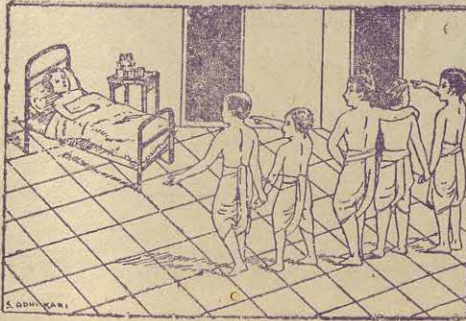
হারাধনের পাঁচটি ছেলে
তা-ধেই-ধেই নাচে;
পিছ্‌লে-প'ড়ে-মরা ছেলে
হাঁসপাতালে বাঁচে!

হারাধনের ছয়টি ছেলে
খেল্‌ছে সাঁতার বাজী;
জলে-ডোবা ছেলেটিকে
তুল্লে করিম গাজী।

হারাধনের সাতটি ছেলে
দরজী ডেকে ঘরে,
পেট-ফাটা সে ভা'য়ের পেটে
রিপুকর্ম্ম করে !

হারাধনের আটটি ছেলে
সুখ-দুঃখের সাথী ;
কাটা-ছেলে লাগায় জোড়া
'হরে' জোলার নাতি।
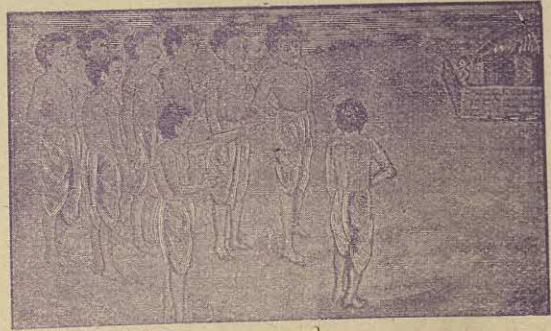
হারাধনের নয়টি ছেলে
বনের মাঝে যায়,
হারিয়ে যাওয়া ভাইকে শেষে
চোরের ঘরে পায় !

হারাধনের দশটি ছেলে
চোরকে গেল তেড়ে ;
চুলের ঝুঁটি ধ'রে দিল
কাণটি কেটে ছেড়ে !

প্রকাশক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার, ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট্।
প্রিণ্টার—পি, দাস, সত্যনারায়ণ প্রেস, ২৮।৪এ বিডন রো, কলিকাতা।